পূর্ব প্রকাশিতের পর

খোন্দকার নজরুল ইসলাম

স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম পরিক্রমা

ওয়ার্ড পারফেক্ট করপোরেশনের প্ল্যান পারফেক্ট ভার্সন ৫.১

ওয়ার্ড পারফেক্ট করপোরেশন বিখ্যাত তাদের ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজ ওয়ার্ড পারফেক্ট ভার্সন ৫.১ এর জন্যে। এদের "পারফেক্ট" সিরিজের আরো কিছু প্যাকেজ প্রোগ্রাম রয়েছে– যেমন লেটার পারফেক্ট, ডেটা পারফেক্ট, ড্র পারফেক্ট ইত্যাদি। এদেরই একটি হল প্ল্যান পারফেক্ট। আমরা এটির ভার্সন.৫.১ নিয়ে আলোচনা করছি।

প্ল্যান পারফেক্ট লোটাস বা এর কমপ্যাটিবল ধরনের কোন স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম নয়। যদিও এটি মাউস সাপোর্ট করে তবুও এটির পরিপূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানোর জন্যে কী বোর্ডে দক্ষতা অনায়নে প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ওয়ার্ড পারফেক্ট ব্যবহারকারীদের জন্যে বেশ সুবিধা রয়েছে। তাদেরকে নতুন করে অনেক কম্যাণ্ডই শিখতে হবে না। যেমন F3 চাপ দিলে হেলপ পাওয়া যাবে বা প্রিন্ট প্রিভিউ করতে হলে শিফট F6 চাপ দিয়ে 6 চাপ দিতে হবে। এই একই কম্যাণ্ডগুলি তারা একই কাজের জন্যে ওয়ার্ড পারফেক্টেও ব্যবহার করেছেন।

বর্তমানে অতি আধুনিক লোটাস উইনডোজ ভার্সন বা এক্সেলের মত এটিতে বাহ্যিক চমক হয়তো নেই তবে একটি স্প্রেডশীট প্রোগ্রামের জন্যে প্রয়োজনী মূল যে বৈশিষ্ট্যগুলি সেগুলির এটিতে উপস্থিত। এমনকি অতিরিক্ত অনেক কিছুও এতে রয়েছে। যেমন একটি কলামে অনেকগুলি সংখ্যা লিখার পরে শেষে ক্রম + চিহ্নে চাপ দিলেই কলামটির যোগফল পাওয়া যাবে, কোন রকম ফাংশন ব্যবহার করার দরকার হবে না। এটির সাথে এক্সেলের সিগমা বাটনের তুলনা চলে। লোটাস ওয়ান-টু-থ্রীতে এ ধরণের কোন ফিচার নেই।

প্ল্যান পারফেক্ট ছোট কমপিউটারগুলিতেও খুব দ্রুত চলে। এর নিজস্ব ম্যাক্রো ল্যাঙ্গোয়েজ রয়েছে এবং এটি বেশ শক্তিশালী এর গ্রাফিং সুবিধাদিও খারাপ নয়। এই স্প্রেডশীড প্রোগ্রামে বিভিন্ন ফাইলের মধ্যে লিঙ্ক তৈরী করা যায় যেমনটি লোটাসে করা যায়। তবে এতে 3D ওয়ার্কশীট খোলার কোন ব্যবস্থা নেই।-ওয়ার্ড পারফেক্টে যেমন দু'টি ফাইল নিয়ে একই সাথে কাজ করা যায় এটাতেও তেমনি দুটি ওয়ার্কশীট নিয়ে একসঙ্গে কাজ করা যায়। লোটাস ওয়ান-টু-থ্রীতে তৈরী কোন ওয়ার্কশীট প্ল্যান-পারফেক্টে আমদানী করা যায়। এক্ষেত্রে পুরো প্যাথ নেমসহ ফাইল নেম লিখতে হবে। লোটাসের মত এর ডাইরেক্টরী হ্যাণ্ডেলিং সুবিধাদি তেমন ভাল নয়।

প্ল্যান পারফেক্টের একটি চমৎকার ফিচার হচ্ছে এটির এডিট উইনডো। একটি রেঞ্জকে এডিট উইনডো হিসেবে ডিফাইন করে সেখানে যা খুশী টেক্সট লেখা যায়। টেক্সটগুলি ঐ উইনডোর মধ্যে ওয়ার্ড র‍্যাপ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এডিট উইনডো ফিচার অফ করে দিলেও টেক্সগুলি ঐ জায়গাতেই থেকে যেবে। টেক্সট ফরম্যাটিং-এর এই ফিচারটি অন্যান্য স্প্রেডশীটে এমন সহজ ভাবে করা সম্ভব নয়।

প্ল্যান পারফেক্টের সাধারণ ডেটাবেস অপারেশনগুলি লোটাস ওয়ান-টু-থ্রী একই ধরণের ফিচারের সঙ্গে তুলনীয়। এই স্প্রেডশীট প্রোগ্রামটির আরেকটি চমৎকার ফিচার হচ্ছে এর শেল। এই শেলের মাধ্যমে ওয়ার্ড পারফেক্ট করপোরেশনের বিভিন্ন প্রোডাক্টের মধ্যে ডাটা বিনিময় করা যায়। এটি একটি মেমোরী ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করে এবং এটির অধিনে অন্যান্য ডস ভিত্তিক প্রোগ্রামও চালান যায়।

প্ল্যান পারফেক্টের নানা গুনাবলী সত্বেও শেষে বলতে হয় কেবল মাত্র ওয়ার্ড পারফেক্টের ব্যবহারকারীরা ছাড়া এটির ব্যবহার লেখা একদম থ আ থেকে স্প্রেডশীট লেখার মত হবে কারণ এটি একটি নন্স্ট্যাণ্ডার্ড স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম। অর্থাৎ এটি লোটাস ওয়ান-টু-থ্রীকে মনে রেখে তৈরী হয়নি। তাছাড়া এই প্যাকেজটির দামও বেশী, যে দামে এটির চাইতেও ভাল স্প্রেডশীট প্যাকেজ পাওয়া যায়। সেকারণে ওয়ার্ডপারফেক্ট ব্যবহারকারীদে কাজে এটি একটি দারুন প্যাকেজ হলেও অন্য সবার কাজে ততখানি গ্রহণযোগ্য কিনা সন্দেহ আছে।

ডসের জন্যে বোর ল্যাণ্ডের কোয়াট্রো প্রো ৩.০

লোটাস ওয়ান-টু-থ্রীস্তর সবচে' বড় প্রতিদ্বন্দ্বি বোধ হয় বোরল্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনালের কোয়াট্রো প্রো। লোটাসের প্রথমদিককার কার প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল কোয়াট্রো। কোয়াট্রোকে পিছে ফেলে লোটাস যখন এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল এবং বের করল ওয়ান-টু-থ্রীর ভার্সন ২.৩, ভার্সন ৩.০ ও ভার্সন ৩.১+ তখন এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দেখা দিয়েছে কোয়াট্রোরই পরের উন্নত ভার্সন কোয়াট্রো প্রো ভার্সন ৩.০১। কোয়াট্রো প্রোতে WYSWYG পাওয়া যায় তবে লোটাসের WYSWYG এর মত এটির ব্যবহারে অত মসৃন নয়। ওয়ার্কশীটের প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে মনে হয় স্ক্রীন যেন খানিকটা কেপে উঠল। এটি এমনকি 80486 প্রসেসরের কম্পিউটারেও টের পাওয়া যায়। সম্ভবত এই ত্রুটিটি দূর করার জন্যেই কোয়াট্রো প্রোর ভার্সন ৩.০ এর পর ভার্সন ৩.০১ বের হল। তবুও এখনো ত্রুটি লোটাসের WYSWYG এর মতন নয়।

কোয়াট্রো প্রোর মেনুতে পূর্ণ মাউস সাপোর্ট পাওয়া যায়। মেনুবারে রয়েছে হায়ারকিয়াল পপ আপ মেনু। এ ছাড়া অনেক কম্যাণ্ডেই ডায়ালগ বক্সের ব্যবহার করা. হয়েছে। ডায়ালগ বক্সের ব্যবহারের ফলে ডীপ নেস্টেষ্ট নন আপ মেনুগুলিকে যারা ঝামেলা বলে মনে করেন তারা ওগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারবেন।

এই স্প্রেডশীটটির রো এবং কলাম টাইটেলগুলি দেখতে লোটাস ওয়ান-টু-থ্রীর উইনডোজ ভার্সনের মত। তবে কাজে এগুলি ওরকম নয়। কোন কলাম হেডিং-এ মাউস ক্লিক করে, লোটাসের মত এটিতে পুরো কলাম এক করে সিলেক্ট করা যাবে না। WYSWYG মোডে কোয়াট্রোর উইনডোই, সুবিধাগুলো অনেকক্ষানি কমে যায়। টেক্সট যেমন উইনডোগুলি ইচ্ছেমত বিভিন্ন সাইজের করা যায় এবং স্ক্রীনের যেকোন জায়গায় সরান, WYSWYG মোডে সেরকম করা যায় না। ইউনডোগুলিকে এই মোড়ে কেবল ফুলস্ক্রীন যুম করা যায়, টাইলড করা যায় বা স্ট্যাক্‌ড করা যায়। কোয়াট্রো প্রোতে লোটাস ওয়ান-টু-থ্রী ভার্সন ২.৩র চাইতে বেশী @ ফ্যাংশান এবং বিল্ট-ইন সলভার আছে। অবিশ্যি এতে ইউজার ডিফাইনড ফ্যাংশনের কোন ব্যবস্থা নেই। বোয়াট্রো প্রো এবং বোরল্যাণ্ডের আরেকটি প্রোডাক্ট 'প্যারাডক্স' একটি কমপউটারে পাশাপাশি চলতে পারে যদি কম্পুউটারটিতে কম করে দুই মেগাবাইট র‍্যাম থাকে। কোয়াট্রো প্রো থেকে কোন ডিবেজ ফরম্যাট বা প্যারাডক্স ফরম্যাটের ডাটাবেস ফাইল কোয়্যারী করা যায় এর কোয়্যারী এবং অন্যান্য @ ডাটা কম্যাণ্ড দিয়ে। তবে এখান থেকে কোন ডাটাবেস এডিট করা যায় না।

কোয়াট্রো প্রোর ফাইল নিবন্ধ বেশ শক্তিশালী এবং ব্যবহার করাও বেশ সোজা। ইচ্ছেমত যতখুশী ফাইল লিঙ্ক করা যায় তা ফাইল ডিসকেই থাকুক আর মেমোরীতেই থাকুক কোয়াট্রো প্রোর ফাইল লিঙ্কিং ব্যবহার করে কোন স্প্রেডশীট ফাইলকে অন্য আরেকটি স্প্রেডশীট নয় এমন ফাইলের সঙ্গেও লিঙ্ক করা যায়। তবে এক্ষেত্রে অন্য ফাইলটির ফরম্যাট কোয়াট্রো প্রো যে কয়েকটি ফাইল পড়তে পারে সেগুলির একটি হতে হবে।

কোয়াট্রো প্রোতে গ্রাফ তৈরীর সুবিধা বরাবরই লোটাস ওয়ান-টু-থ্রীর চাইতে বেশী তাই নতুন ভার্সন ৩.০-এ নতুন কোন ধরনের গ্রাফ যোগ না করলেও গ্রাফে কোয়াট্রোর শ্রেষ্ঠত্ব এখনো বিদ্যমান। এবারের ভার্সন ৩.০তে কিছু নতুন এ্যানোটেশন সুবিধা যোগ হয়েছে। এখন টেক্সট বা গ্রাফিকসের পেছনে ছায়া (Shodow) তৈরী করা যাবে। এছাড়া এনোটেশনের জন্যে একটি গ্রিড লাইনও এখন পাওয়া যাচ্ছে। এতে চার্টে কোন ক্লিপ আর্ট বা অন্য কোন অবজেক্ট বসাতে বেশ সুবিধা হবে।

নতুন এই ভার্সনে স্ক্রীন প্রেজেণ্টাশনের জন্য ২৮টি ট্রানজিশন এফেক্ট ও ৬টি সাউণ্ড এফেক্ট দেয়া হয়েছে। এগুলি দিয়ে মোটামুটিভাবে ভালই ডেটা শো করা যাবে।

কোয়াট্রো প্রোতে প্রিন্ট করাবার আগে চার্ট বা ওয়ার্কশীট স্ক্রীনে দেখে নেওয়ার জন্যে পেজ-প্রিভিউ সুবিধা রয়েছে। ব্যাকগ্রাউণ্ড প্রিন্টিং-এর কোন ব্যবস্থা নেই। এতে তাড়াতাড়ি ফার্মাটিং-এর জন্যে কোন (ইউজার ডিফাইনেবল) টেক্সট স্টাইল তৈরী করা যায় না। বড় ওয়ার্কশীটগুলিকে সাইড ওয়েতে প্রিন্ট করানোর ব্যবস্থা আছে এবং 'প্রিন্ট টু ফিট' অর্থাৎ একটি পৃষ্ঠার মাপের মধ্যে কোন ওয়ার্কশীটকে প্রিন্ট করানোর ব্যবস্থা আছে।

কোয়াট্রো প্রো সম্পর্কে শেষ কথা বলতে গেলে বলতে হয় এটি প্রথম থেকেই ছিল একটি শক্তিশালী স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম। WYSWYG যোগ করার ফলে এটি হয়ে উঠেছে আরো চমৎকার। তবুও এটি এমন শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পৌছায়নি যে উইনডোজের এক্সেল বা উইঙ্গজ থেকে ব্যবহারকারীরা এর প্রতি আকৃষ্ট হবেন। তবে টেক্সট মোডের স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম হিসেবে নিঃসন্দেহে দারুণ, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে শ্রেষ্ঠ। কোয়াট্রোকে যারা পছন্দ করেন তারা আশা করে আছেন কবে বোরল্যাণ্ড এটির উইনডোজ ভার্সন বের করেন। উইনডোজের জন্যে যে কোয়াট্রো প্রো হবে, বোরল্যাণ্ডের সুনামের কথা মনে রেখেই মনে সঙ্গত কারণে মনে করা হচ্ছে সেটিকে দাড় করান হবে এক্সেলের প্রতিদন্দ্বি হিসেবে। আমরাও অপেক্ষা করছি তার জন্যে।

ডসের জন্যে কমপিউটার এ্যাসোসিয়েট্স-এর সুপার ক্যালক ভার্সন ৫.১

'সুপার ক্যালক' একটি বেশ পুরোনো স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম। সেই CP/M অপারেটিং সিস্টেমের আমল থেকে এটি স্প্রেডশীটের দুনিয়ায় একটি পরিচিত নাম। বর্তমানে এটির ভার্সন ৫.১ চলছে। এটির ভাল দিকগুলি

সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে এটির র‍্যামের চাহিদা খুব। যেকোন ৬৪০ কিলোবাইট র‍্যামের এক্সটি কমপিউটারে এটি ভালভাবেই চলে। এটির ভাল দিকগুলির আরেকটি হচ্ছে এটির দামও অন্যান্য স্প্রেডশীট প্রোগ্রামগুলির তুলনায় বেশ কম।

সুপার ক্যালক এর জন্মের পর থেকে অনেকদিন পেরিয়ে এসেছে কিন্তু এখনো এর 'ইউজার ইন্টারফেস'টির কোন পরিবর্তন করা হয়নি। এতে যারা সেই প্রথম অবস্থা থেকেই সুপার ক্যালকের ব্যবহারকারী তাদের হয়তো খুব সুবিধা হয়েছে কিন্তু যারা আধুনিক স্প্রেডশীটগুলির চমকপ্রদ সব 'ইউজার ইন্টারফেস' দেখে অভ্যস্ত তাদের কাছে এটিকে বেশ স্থূল বলে মনে হতে পারে।

সুপার ক্যালক চালাতে গেলে SC5 লিখে এন্টার কী চাপ দিলে একটি খালি ওয়ার্কশীট দেখা যাবে। নীচে দেখা যাবে দু'টি স্ট্যাটাস লাইন ও একটি প্রম্পট। এই পর্যায়ে ওয়ার্কশীটে কোন সংখ্যা, ফরমূলা টেক্সট স্ট্রিং টাইপ করা যাবে। বা টাইপ করে ব্যবহারকারীরা কোন কম্যাণ্ড লিখতে পারেন। সুপার ক্যালকে, অন্যান্য স্প্রেডশীটগুলিতে যা স্বাভাবিক, সেই মেনুবারের ব্যবহার নেই। F1 বা ? টাইপ করলে কনটেক্সট সেনসিটিভ হেল্প পাওয়া যায়।

স্প্রেডশীটটির মেনুগুলি সবসময় সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে নেই। যেমন কোন কোন মেনু থেকে বের হওয়ার জন্যে 'কুইট' ফাংশন ব্যবহার করতে হয়। আবার কখনো কখনো 'এসকেপ' কী চাপ দিয়ে এই কাজটি করতে হয়। অনেক সময়ই সাধারণ ব্যবহারকারীরা সংশয়ে পড়তে পারেন কখন কিভাবে কাজ করতে হবে। নেটওয়ার্কে স্প্রেডশীটটি ব্যবহার করতে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয় বলে অনেক ব্যবহারকারী অভিযোগ করে থাকেন। নেটওয়ার্কে ইন্সটল করার জন্যে ম্যানুয়ালে যে গাইড লাইন দেয়া আছে তার মধ্যে 'আরটি সফটের ল্যানটাস্টিকের ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই। এ ছাড়াও ম্যানুয়ালে যদিও উল্লেখ আছে যে সফটওয়্যারটি একবার কোন কমপিউটারে ইনস্টল করার পরে সেখান থেকে আবার আন-ইনস্টল করে অন্য কোন কমপিউটারে পুনরায় ইনস্টল করা যায়, বাস্তবে নাকি তা করা যায় না। সুপার ক্যালক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মত কোন সফটওয়্যার হাউস থেকে এ ধরনের ব্যাপার আশা করা যায় না।

সুপার ক্যালক ইনস্টল করার সময়ই ইনস্টলেশন প্রোগ্রাম জানতে চায় এটি যেখানে ইনস্টলড হতে যাচ্ছে সেই হার্ডডিস্কটির Config. sys ফাইলটির পরিবর্তন করবে কিনা। যদি কোন ব্যবহারকারী কোন মেমোরী ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম না চালান তবে এখানে 'হ্যাঁ' বলা উচিত। তাহলে Config. sys ফাইলে সুপার ক্যালক একটি ড্রাইভার যোগ করবে যার সাহায্যে কমপিউটারের যদি কোন এক্সপ্যানডেড মেমোরী থাকে তবে সুপার ক্যালকে সেটিকে ব্যবহার করবে।

স্প্রেডশীটটির ফাইল হ্যাণ্ডলিং বেশ দ্রুত এবং লিঙ্ক: সুবিধাও ভাল। যখনই কোন স্প্রেডশীট মেমোরীতে লোড করা হয় তখন আপনা আপনি স্প্রেডশীটটির সংগে যদি অন্য কোন ফাইলের লিঙ্ক থেকে থাকে তবে তা আপনা আপনি আপডেটেড হয়ে যাবে। 'লোটাস ওয়ান-টু-থ্রী'র ফর্মাটে কোন ফাইল সেভও করা যায়।

/1 টাইপ করলে লোটাস ওয়ান-টু-থ্রীর মেনু অপশনগুলি সুপারক্যালকের স্টাইলে পাওয়া যায়। লোটাসে লেখা কোন ম্যাক্রো, সুপারক্যালকের ম্যাক্রো ট্রানস্লেটর দিয়ে ট্রান্সলেট করে চালান যায়।

যে সমস্ত মেশিনে ভাল গ্রাফিক ডিসপ্লে এ্যাডাপ্টার রয়েছে সে সমস্ত মেশিনে সুপারক্যালক ভাল রঙীন গ্রাফ তৈরী করতে পারে। তবে সেগুলিকে ঠিক ভালর চাইতে বেশী কিছু বলা যায় না। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে সুপার ক্যালক মনোক্রোম কোন ডিসপ্লে এ্যাডাপ্টার, যেমন হারকিউলিস, সাপোর্ট করে না। ওয়ার্কশীটে / চার্টে ব্যবহারের জন্যে সুপার ক্যালকে বেশ কয়েক ধরনের ফন্ট রয়েছে এবং প্রচুর প্রিন্টারের জন্যে ডিভাইস ড্রাইভার রয়েছে। প্লটার এবং রঙীন প্রিন্টারের জন্যেও ডিভাইস ড্রাইভার রয়েছে। এমনকি ফিল্ম আউটপুটের জন্যে একটি ড্রাইভার রয়েছে। সুপার ক্যালক চার্ট তৈরী করতে বেশ সময় নেয় এবং এই সময়ে ব্যবহারকারীদের জন্যে কোন মেসেজও পাঠায় না যে কি হচ্ছে। এটি একটি অস্বস্তিকর ব্যাপার।

সুপার ক্যালককে একটি ভাল (দাম অনুপাতে) স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম বলতে কোন আপত্তি নেই। তবে এর উপর বয়সের ছাপ পড়েছে। এর নির্মাতা কমপিউটার এ্যাসোসিয়েটস্ যে কিছুদিন আগে প্রোগ্রামটির দাম কমিয়েছে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলেই মনে হচ্ছে। শেষ কথা বলা যায় পিসি এক্সটির ব্যবহারকারীদের জন্যে এখনো এটি একটি বেশ ভাল স্প্রেডশীট এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম।

উইনডোজ-এর জন্যে মাইক্রোসফট করপোরেশনের এক্সেল ৩.০

মাইক্রোসফটের এক্সেল স্প্রেডশীট প্রোগ্রামটি বের হওয়ার পর থেকেই উইনডোজ ও ম্যাকিনটশের জন্যে সবথেকে অধিক বিক্রিত স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম হিসেবে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এর মূল কারণ প্রোগ্রামটির এক কথায় দারুণ 'ইউজার ইন্টারফেস' এবং প্রচুর চমৎকার নতুন ফিচার যা অন্যান্য স্প্রেডশীট প্রোগ্রামগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।

এক্সেল ইনস্টল করতে হয় উইনডোজ প্রোগ্রামের ভেতর থেকেই এবং এটি মোটেও জটিল কিছু নয়। পুরো এক্সেল সিস্টেমটি ইনস্টল করতে হার্ডডিস্কের ছয় মেগাবাইটের মত জায়গার প্রয়োজন হবে। অবিশ্যি পুরো সিস্টেম ইনস্টল না করেও কাজ চাওন যায়। সেক্ষেত্রে জায়গা অনেকে কম লাগবে। এই স্প্রেডশীট প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা অত্যন্ত সোজা। এতই সোজা যে অনেক অভিজ্ঞ স্প্রেডশীট ব্যবহারকারীদের কোন রকম টিউটোরিয়ালেরই প্রয়োজন হবে না। তবুও এক্সেলের সাথে একটি বিশেষ টিউটোরিয়াল দেয়া হয়। এই টিউটরিয়াল যে সমস্ত লোটাস ওয়ান-টু-থ্রীর ব্যবহারকারীরা এক্সেল ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তাদেরকে সাহায্য করবার জন্যে। ওয়ান-টু-থ্রী এবং এর কমপ্যাটিবল স্প্রেডশীটের ব্যবহারকারীরা খুব তাড়াতাড়ি এক্সেল ব্যবহার করতে পারবেন। এক্সেল ব্যবহার করে ওয়ান-টু-থ্রী ফরম্যাটের ফাইল লোড করা যায় এবং একই ফরম্যাটে ফাইল সেভও করা যায়। এই স্প্রেডশীটের সাহায্যে অন্যান্য WK? শীটের সাথে লিঙ্কও তৈরী করা যায়।

এক্সেলের 'অন লাইন' হেল্পেও বিশেষ ব্যবস্থা আছে ওয়ান-টু-থ্রীর ব্যবহারকারীদের জন্যে। ব্যবহারকারীরা সহজেই এটি ব্যবহার করে ওয়ান-টু-থ্রীর কোন কম্যাণ্ডের এক্সেলের কি বিকল্প আছে তা জানতে পারেন। ম্যাক্রোও কোন সমস্যা তৈরী করে না। এক্সেলের একটি নিজস্ব ট্রানস্লেটর আছে যেটি ব্যবহার করে ওয়ান-টু-থ্রীর জন্যে লেখা কোন ম্যাক্রো সহজেই এক্সেলের জন্যে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। এছাড়াও এক্সেলকে এমনভাবে সেট আপ করা যায় যাতে ব্যবহারকারী ওয়ান-টু-থ্রীর একটি কম্যাণ্ড ব্যবহার করলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ একই কাজ করার জন্যে এক্সেলের যে কম্যাণ্ড দরকার সেটি চালু হবে বা একটি ম্যাক্রো চালু হবে ঐ একই কাজ করবার জন্যে।

এক্সেলের স্ক্রীনে দেখা যায় একটি মেনুবার, একটি খালি ওয়ার্কশীট, একটি ডেটা এন্ট্রি উইনডো এবং একটি টুলবার। টুলবারটি এক্সেল ভার্সন ৩.০-এর সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছে। এটি ক্রম প্রোফেশনাল বা কোরেল ড্র তে যেমন টুলবার দেখা যায় সেধরনের একটি টুলবার। এটির সাহায্যে খুব সহজেই নতুন স্প্রেডশীট সেট আপ করা যায়। ওয়ার্কশীটের কোন রেঞ্জ মাউস দিয়ে সিলেক্ট করে নিয়ে সেই রেঞ্জের উপরে ইচ্ছেমত বিভিন্ন কাজ করা যায় টুলবার থেকে বিভিন্ন অপশন সিলেক্ট করে।

মাইক্রোসফট করপোরেশনের মতে একটি ওয়ার্কশীটে যত কাজ করা হয় তার বেশীরভাগই যোগ সংক্রান্ত। এ কারণে এক্সেলে একটি বিশেষ সাম বা সিগমা বাটন দেয়া হয়েছে। টুলবার থেকে যে-কোন সময়ে এটিকে সিলেক্ট করে কলাম, রো বা রেঞ্জের যোগফল বের করা যায়।

এক্সেল ব্যবহার করে ফরম্যাটিং-এর উপরে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আনা যায়। মেনুর একটি আইকনে ক্লিক করেই টেক্সটের জাসটিফিকেশন করা যায় বা এগুলি বোল্ড কিংবা ইটালিকস করা যায়। এছাড়া ফরম্যাট মেনু থেকেও বিকল্প ফন্ট, কালার এবং সাইজের প্রচুর অপসন পাওয়া যায়। এক্সেলে কোন কলামের প্রস্থ স্বংক্রিয়ভাবে ঠিক করা যায়। কোন কলামে সব থেকে চওড়া যে টেক্সট স্টিং বা ভ্যালু রয়েছে সেটির মাপে তখন কলামের প্রস্থ পরিবর্তিত হয়। আরেকটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য এক্সেলের রয়েছে। এটি হল- টেক্সট বক্সে টেক্সট লিখে সেটিকে ওয়ার্কশীটের যেকোন জায়গায় নিয়ে বসান যায়। এতে ওয়ার্ক শীটের কোন রো, কলাম বা লেআউটের কোন পরিবর্তন হয় না।

এক্সেলের ম্যাক্রো-রেকর্ডারের সাহায্যে ম্যাক্রো তৈরী করা খুবই সোজা। এছাড়া সরাসরি টাইপ করেও ম্যাক্রো লেখা যায়। ম্যাক্রো তৈরী করে সেটিকে একটি পুশ বাটন হিসেবে ওয়ার্কশীটের যে-কোন স্থানে প্রদর্শন করা যায়। ঐ পুশ বটনে ক্লিক করলেই তখন ম্যাক্রোটি চালু হয়। এধরনের সুবিধাদি ওয়ার্কশীট এ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্যে ভীষণভাবে সাহায্য করে। এক্সেলের টুলগুলির মধ্যে আরো রয়েছে চার্ট এ্যানোটেট করার সুবিধা এবং আউটলাইনিং-এর সুবিধা। ওয়ার্কশীটকে পরিষ্কার এবং সহজপাঠ্য করার জন্যে আউটলানিং ফিচারটি খুব কাজে দেয়। এটি ব্যবহার করে ওয়ার্কশীটের কোন রো বা কলামকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা যায়। লুকায়িত রোগুলোকে স্ক্রীন বর্ডারে একটি- বটমে ক্লিক করে করে প্রতিস্থাপিত (replace) করা যায়।

লোটাস ওয়ান-টু-থ্রী ভার্সন ৩.১+ এর এক্সেলেরও সলভার আছে। এটির সাহায্যে What if ধরনের বিশ্লেষণ খুব ভালভাবে করা যায়। এক্সেলে চার্ট তৈরী করা খুব সোজা এবং এতে তৈরী চার্টগুলো চমৎকার হয় দেখতে। চার্ট তৈরী করতে হলে প্রথমে ডেটা রেঞ্জ সিলেক্ট করে টুলকরের একটি বাটনে মাউসের সাহায্যে ক্লিক করতে হবে। এরপরে ওয়ার্কশীটের যে-কোন জায়গা পছন্দ করে ক্লিক করে সেখানে চার্ট তৈরী করা যায়। কোন চার্টে দুইবার ক্লিক করলে চার্টটি পুরো স্ক্রীন জুড়ে দেখা যায়। তখন এটাকে প্রিন্ট করবার আগে নানা রকম সম্পাদনা করা যায়। ওয়ার্কশীটের ডেটা যে-কোন সময় ডেটা পয়েন্ট পরিবর্তন করে বদলান যায়। এক্সেলের সাথে Q + E নামে মাইক্রোসফটের আরেকটি মড্যুল যোগ করে এটির সাহায্যে ডি-বেস ফরম্যাট ফাইলগুলির সাথে এক্সেলের সরাসরি সংযোগ ঘটিয়ে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় ডাটা বেস অপারেশন করা যায়।

স্প্রেডশীট বিশেষজ্ঞদের মতে সর্বাধিক বিবেচনা করলে গ্রাফিক স্ক্রীনের সেরা স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম হচ্ছে এক্সেল ভার্সন ৩.০ যদি এটিতেও আরো উন্নতির অবকাশ আছে। যেমন - এটি আরো ছোট মেশিনে চলার জন্যে তৈরী হতে পারে।

অনিবার্য কারণবশতঃ কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ এবং ধারাবাহিক লেখা এ সংখ্যায় ছাপানো গেল না বলে আমরা দুঃখিত।

- স.ক.জ